KHATRA ADIBASI MAHAVIDYALAYA
B.A. BENGALI (HONS) 1ST SEMESTER
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাসে বিদ্যাসাগর

4th September ,2019

Presented by : Dr. Parthasarothi Hati

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দু শাস্ত্রীয় কুসংস্কারের কবল থেকে ছাত্রদের উদ্ধার করেছেন।
- শিক্ষাক্ষেত্রে যথাসম্ভব ভাববাদী প্রভাবকে খণ্ডন করেছেন।
- ধর্ম আন্দোলন , শিক্ষাবিস্তার , বিধবাবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহরোধ , জ্ঞানচর্চা ,সামাজিক কর্মকাণ্ড, সাহিত্যসাধনা ইত্যাদি প্রতিটা বিষয়ই বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত।

- বিদ্যাসাগর-চরিত্রের একদিকে ছিল তঁার অনমনীয় পৌরুষ, অন্যদিকে তিনি ছিলেন স্নেহময়, নমনীয় , মানবতায় অতুলনীয় একজন মহান মানুষ ।

সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি তিনি সাহিত্য সাধনা করেছেন ।

বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বিদ্যাসাগর।

- বিদ্যাসাগরের সাহিত্য সম্ভার ঃ

- বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবন চরিত (১৮৪৯),বর্ণপরিচয় (১৮৫৫), সীতার বনবাস (১৮৬০), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) প্রভৃতি।

- বিদ্যাসাগর অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়াও কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

- অতি অল্প হইল এবং আবার অতি অল্প হইল(১৮৭৩) বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থ।

কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা করেছেন।

বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম হলঃ

অতি অল্প হইল (১৮৭৩)
আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩)
ব্রজবিলাস (১৮৮৪)
রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬)

বিদ্যাসাগরের ছদ্ম নাম ঃ

কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য
কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য

- বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার বৈশিষ্ট্য ঃ

- বিদ্যাসাগর প্রথম বাংলা গদ্যে ছেদ বা যতি চিহ্নের সঠিক ব্যবহার বিধির উল্লেখ করেন।
- ফলে বাংলা গদ্য হয়ে ওঠে স্বচ্ছ , সাবলীল ও সহজবোধ্য ।
- তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যের মধ্যেকার সুরকে বাঙালীর কানে ধরিয়ে দেন।
- ভাষাকে আবেগের যথার্থ বাহন করে তুলেছেন ।